Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD)
Rms 310-311, Philippine Social Science Center, Commonwealth Ave., Brgy Central, Diliman, Quezon City
Telefax: 00-632-4546759 Telephone Number 00-632-4566434Mobile 00-63-9177924058
Email afad@surfshop.net.ph website www.afad-online.org

৩০ অগাস্ট ২০১৭
আন্তর্জাতিক গুম দিবস উপলক্ষ্যে AFAD-এর বিবৃতি

সময় এসেছে গুমকেই উধাও করার

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসের প্যালেস দে চিলোটে, মানব ইতিহাসের এক মাইলফলক দলিল হিসেবে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা (ইউডিএইচআর) ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ৬৯ বছর পার হয়েছে। কিন্তু এখনো, বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে জঘন্য একটি অপরাধ 'গুম' কমছে না। জাতিসংঘ ২০১৬ সালে বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া ৪৩,২৫০টি গুমের ঘটনা নিয়ে কাজ করছে। এই সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম এবং প্রকৃত ঘটনাগুলো নানা কারণে প্রকাশিত হয়নি।

'সন্ত্রাস' ও মাদকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 'অনন্ত যুদ্ধ' এবং সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়গুলো মানবাধিকারের পরিস্থিতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। আঞ্চলিক এইসব প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্স (AFAD) এই দেশগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। এক, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ; যেখানে গুমের ঘটনা ঘটছে কিংবা আবারও ঘটতে পারে (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত-শাসিত জম্মু ও কাশ্মীর এবং ফিলিপিন্স)। দুই, ন্যুনতম/মধ্যম ঝুঁকির দেশ, যেখানে সাম্প্রতিক অতীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং ঘটনা পরবর্তী বিচার চলছে (শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, তিমুর-লেস্তে, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া)। এখানে উল্লেখ্ করা প্রয়োজন যে, অবিরাম চলতে থাকা এই গুমের ঘটনাগুলো 'গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন (আইসিপিইডি)'-এ অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত।

এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্স (AFAD)-এর সদস্য সংগঠনগুলির মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গুমের ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্থানের ডিফেন্স অফ হিউম্যান রাইটস (DHR) ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত ২,৪৪৫ জনের গুম হওয়ার ঘটনা রেকর্ড করেছে; এঁদের মধ্যে ১,২৭৬ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন, ৩১৬ জনকে পরবর্তীতে পাওয়া গেছে এবং ১৫২ জনের অবস্থান সনাক্ত করা গেছে এবং ৫১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া গুমের ঘটনাগুলোর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে; যেখানে বলা হয়েছে যে, সরকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা ৫৭ জন গুম হয়েছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ভারত শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দমনের নামে পরিচালিত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে আনুমানিক ৮,০০০টি গুমের ঘটনা ঘটেছে।

৩০ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে শ্রীলংকায় অন্তত ৬০,০০০টিরও বেশী গুমের ঘটনা ঘটেছে এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য ভিকটিম পরিবারের দাবী এখনো অব্যাহত আছে। শ্রীলংকার মত নেপালেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ১,৩৬০টি গুমের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটনাপরবর্তী এগুলোর বিচার প্রক্রিয়া এখনো চলছে। সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিকটিম পরিবারগুলোর দাবী এখনো অব্যাহত আছে।

৭০-এর দশকের মার্কোস একনায়কত্বের সময় এবং পরবর্তী প্রশাসনের অধীনে ফিলিপাইনে ২,০০০ এরও বেশি গুমের ঘটনা ঘটেছে। সুহার্তোর আমলে ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৩২,৭৭৪ জন গুম হন এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫-১৯৯৯ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক আচেহ প্রদেশ দখলের সময় প্রায় ১৮,৬০০ জন গুম হন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার কন্ট্রাস ১৯৮৪-২০১৩ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে মাত্র ১৫৪টি ঘটনা রেকর্ড করতে পেরেছে। দক্ষিণ কোরিয়া ৬৪টি ঘটনা রেকর্ড করেছে, যা জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ UNWGEID, যারা গুম নিয়ে কাজ করে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। এই দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকরা উত্তর কোরিয়া কর্তৃক অপহৃত হন এবং তাঁদের এখনো পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। লাওসে ৫ টি নতুন গুমের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত উন্নয়ন কর্মী সোম্বাথ সমফোন। তাঁকে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে গুম করা হয়, যা পুলিশের সিসিটিভিতে রেকর্ড করা হয়েছে।

আমরা জানি যে, ১৯৪১ সালে না সি শাসক কর্তৃক ঘোষিত Nacht und Nebel (নাইট অ্যান্ড ফগ) ডিক্রি'র অধীনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের যুগ থেকে এই জঘন্য অপরাধটি সংঘটিত হয়ে আসছে। যুদ্ধের সময়, যাঁদের না সি শাসকদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তাঁদেরকে অপহরণ করে জার্মানি নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার করা হয়েছিল। এরপর তাঁদেরকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছিল। এই কৌশলটি মানুষের মনে যথেষ্ট ভয় ধরাতে ব্যর্থ হওয়ায়, হিটলার প্রতিরোধ আন্দোলনের ওপর অভিযান তীব্রতর করে এবং এর অংশ হিসেবে ভিকটিমদেরকে রাতের বেলা গোপনে তাঁদের দেশ থেকে জার্মানিতে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অপহরণের বিষয়টি তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। এইভাবে একদিন সেইসব ভিকটিমরা চিরতরে হারিয়ে যান।

২০০৬ সালে, জাতিসংঘ 'গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন (আইসিপিইডি)' নামে সবার জন্য বাধ্যতামূলক একটি চুক্তি অনুমোদন করে। আইসিপিইডিতে গুমকে একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে যার আওতায় বৃহত্তর ও একটি নিয়মানুগ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের এজেন্টদের দ্বারা বা রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষে যদি কোন ব্যক্তির চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করে তাঁকে কোন অজানা জায়গায় আটক রাখা হয় এবং যদি ঐ ব্যক্তির নিখোঁজের বিষয়টি অস্বীকার করা হয় তবে সেটাকে ঐ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এখন পর্যন্ত, ৯৬টি স্বাক্ষরকারী এবং ৫৭টি অনুস্বাক্ষরকারী দেশ থাকা সত্ত্বেও কনভেনশনটি সার্বজনীন অনুসমর্থন অর্জনের থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছে, যা এটি বাস্তবায়ন করতে না পারার অন্যতম কারণ।

আইসিপিইডি একটি পুরানো ও পদ্ধতিগত অপরাধের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত নতুন হাতিয়ার। গুম এমন এক অপরাধ, যা পরিবার এবং সম্প্রদায়সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে একাধিক মানবাধিকার লংঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আইসিপিইডি গুমকে অপরাধ হিসেবে গন্য করতে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে, কারণ আইসিপিইডি এই অপরাধের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কনভেনশনটিতে রয়েছে, গুমকে দেশীয় আইনে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভূক্তকরণ এবং সেই মোতাবেক গুমের অভিযোগগুলোর বাধ্যতামূলক তদন্ত, গুমের শিকার ব্যক্তিদের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং এঁদের অবস্থান সনাক্তকরণ, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। আইসিপিইডি একটি স্পষ্ট এবং বাধ্যতামূলক সার্বজনীন বিচারব্যবস্থার জন্যও কাজ করে।

আমরা এই গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্মরনে আন্তর্জাতিক দিবসে, একযোগে সমস্ত এশীয় দেশগুলিকে কনভেনশন অনুসমর্থন করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড, তিমুর-লেস্তে এবং অন্যান্য সমস্ত এশীয় ও অন্যান্য দেশগুলো যারা এখনো অনুসমর্থন করেনি তাদেরকে অবিলম্বে আইসিপিইডি-র মত গুরুত্বপূর্ণ একটি কনভেনশনকে অনুসমর্থন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। পৃথিবী থেকে গুম নির্মূল করার জন্য আইসিপিইডির মত একটি প্রধান আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুস্বাক্ষর, অনুসমর্থন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। আইসিডিইপিডির অনুসমর্থনকারী দেশগুলোকে অবশ্যই গুমকে দেশীয় আইনে অপরাধ হিসেবে গন্য করে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী গুমের শিকার সকল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, AFAD এবং তার সব সদস্য-সংগঠনগুলো এশিয়ার এবং অন্যান্য দেশগুলোর দরজায় কড়া নাড়তে থাকবে যাতে আইসিপিইডি, সার্বজনীন অনুসমর্থন অর্জন করতে পারে এবং বাস্তবায়িত হতে পারে। এটা হবে আমাদের পক্ষ থেকে গুমের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন। তাঁদেরকে কখনই কেউ ভুলে যাবে না। কখনই না!

স্বাক্ষরিত,

খুররম পারভেজ
চেয়ারপারসন

মেরী আইলিন ডি. বাকালসো
সেক্রেটারি জেনারেল